আমার দেশ
বৃহস্পতিবার ১ নভেম্বর ২০০৭, ১৭ কার্তিক ১৪১৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : মানবসম্পদের উন্নয়ন ও সুষম বণ্টন

ড. এম আজিজুর রহমান

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অর্থসম্পদ অর্জন ও মূলধনের সুষম বণ্টন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম বণ্টন। সমাজের প্রয়োজনেই জাতিকে স্তরভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার। একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এ মানবসম্পদ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এ সম্পদের সুষম বণ্টনই জাতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করতে পারে। অন্যদিকে সুষম বণ্টনের তত্ত্ব হলো ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি মানুষের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ক্রয়ক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমান নয়। সঙ্গত কারণেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে খরচ বহনের দায়-দায়িত্ব সচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের সমান নয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় বহনে অপারগতার কারণে অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত ও বঞ্চিত হয়। তাই উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণামূলক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য সচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য সমভাবে অবাধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও মানবসম্পদের সুষম বণ্টন একান্ত কাম্য। দেশ ও দশের এবং সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনাপূর্বক বাস্তবমুখী পরামর্শ কার্যকর করে আমরা মানবসম্পদ উন্নয়নে অনেক অবদান রাখতে পারি। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং অধিকহারে শুধু অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে, বৃত্তি ও সাশ্রয়ী খরচে লেখাপড়ার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়।

একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়লেই দেশটিকে উন্নত দেশ বলা যায় না। এ জন্য যা দরকার তা হচ্ছে সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। দেশের সার্বিক উন্নয়নকল্পে এই সুশিক্ষিত মানবসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিধায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক দায়-দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ দায়িত্ব হলো মানবসম্পদ তৈরি ও এর সুষম বণ্টন।

অনেকে মনে করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্ররাই পড়ালেখা করে। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনী-গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সমানভাবে প্রবেশাধিকারের সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ধনী-গরিব উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নামমাত্র বেতনে পড়ালেখার সমান সুযোগ সুবিবেচনার দাবি রাখে। আসলে অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্ররা আদৌ কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে কি না এবং পেলে তাদের সংখ্যা কত তা যাচাই করে দেখা দরকার। কারণ অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্ররা অর্থের অভাবে গৃহশিক্ষক রেখে পড়ালেখা করতে এবং কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারে না। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে তারা পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে না পেরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে পড়ানোর যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে তাতে ধনী-গরীব বিচার-বিবেচনা করা হয় না। এ কথা সত্য যে, মেধাবী শিক্ষার্থীরা সবাই গরিব নয়। আগে দেখা যেত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের যেমন স্কুল শিক্ষক ও পোস্ট মাস্টারের ছেলেমেয়েরা বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান করে নিত। এখন যেসব ছেলেমেয়ের বাবা-মা পড়ালেখার পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারছে অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের সহায়তা নিতে পারছে, সেসব ছেলেমেয়েই পাবলিক পরীক্ষাসহ সব ধরনের পরীক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করছে। অপরদিকে অর্ধসচ্ছল বাবা-মায়ের সন্তানরা অনেকেই মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ সুযোগের অভাবে মেধার চর্চা ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না, যার ফলে সত্যিকারের মেধাবী ও অর্ধসচ্ছল শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা কোনোক্রমেই কাম্য হতে পারে না। ছাত্রভর্তির সময় বাবা-মায়ের *TIN (Tax Identification Number)* সনদপত্রসহ আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক সবাইকে বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে পড়ালেখার সমান সুযোগ না দিয়ে শুধু সত্যিকারের অর্ধসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানবসম্পদের সুষম বণ্টন অনেকটা সুনিশ্চিত হয়।

একটি জাতীয় দৈনিকে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ অনুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বা তার অধিকসংখ্যক ছাত্র আসে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত তথা সচ্ছল পরিবার থেকে, যাদের জনসাধারণের প্রদত্ত সরকারের রাজস্ব উপার্জনের টাকায় প্রায় বিনা বেতনে পড়ানো হয়, বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যা কাম্য হতে পারে না। কারণ এসব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা গৃহশিক্ষক রেখে, কোচিং সেন্টারে ফি দিয়ে, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অর্জন করে। দরিদ্র শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুতি নিতে না পারায় তারা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ থেকে অবিরত বঞ্চিত হচ্ছে, যার ফলে বাংলাদেশে মানবসম্পদের সুষম বণ্টন নজিরবিহীনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে সম্পদ ও মানবসম্পদের এরূপ অসম বণ্টনের কোনো নজির নেই এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাওভাবে সবাইকে বিনা বেতনে পড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

মানবসম্পদের সুষম বণ্টনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি একটি স্বয়ংক্রিয় মডেল হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সীমিত আসনের কারণে সচ্ছল পরিবারের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ফলে সরকারি কোষাগার এ[বং] সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমেছে, যা কিছুটা হলেও সমাজে সম্[পদ] ও মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের সহায়ক বটে। সরকার সচ্ছল ব্যক্তিবর্গ [ও] পরিবার থেকে যে রাজস্ব উপার্জন করে তার অংশবিশেষ সমাজসেবা[য়] অর্ধসচ্ছল ব্যক্তিবর্গ এবং পরিবারের কল্যাণার্থে ব্যয় করে জাতীয় আয়ের সু[ষম] বণ্টন করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের কাছ থে[কে] প্রাপ্ত ছাত্র বেতনের অংশবিশেষ মেধাবী ও অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের বৃ[ত্তি] দিয়ে মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের আংশিক দায়িত্ব পালন করে। বেসরকা[রি] বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় ছাত্র বেতন থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে[।] তথাপি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দরিদ্র প্রায় ২০-২৫ ভাগ অর্ধসচ্ছ[ল] পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনসহ অতি সাশ্রয়ী খরচে পড়ানোর সুযো[গ] দিচ্ছে। মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের প্রয়াস হিসেবে সচ্ছল ছাত্রদের প্রদেয় ছ[াত্র] বেতন থেকে অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করে প্রতিটি বেসরকা[রি] বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য সাধারণ নজির স্থাপন করেছে এবং এখানে বছরে গ[ড়ে] প্রায় ১ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে অর্ধশ[ত] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ১শ' কোটি টাক[ার] অধিক অর্থ অর্ধসচ্ছল ও সচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদে[র] শিক্ষার স্বার্থে যোগান দিচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, অদ[ূর] ভবিষ্যতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামগ্রিকভা[বে] সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং বর্তমানের ধারাবাহিকতায় ৩[০] শতাংশ ছাত্রদের বিনা বেতন, সাশ্রয়ী খরচ ও বৃত্তি[র] আওতায় আনা হলে বছরে গড়ে সর্বমোট প্রায় ১ ল[াখ] অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার অবারিত সুযো[গ] সৃষ্টি হবে।

> মানবসম্পদের সুষম বণ্টনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি একটি স্বয়ংক্রিয় মডেল হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সীমিত আসনের কারণে সচ্ছল পরিবারের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ফলে সরকারি কোষাগার এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমেছে, যা কিছুটা হলেও সমাজে সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের সহায়ক বটে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতোমধ্যেই আমাদে[র] অনেক কিছু দিয়েছে এবং দিচ্ছে। যেমন—পশ্চিমা দেশে[র] মানসম্মত শিক্ষা-কার্যক্রমের আদলে এদেশে উচ্চশিক্ষা[র] সম্প্রসারণ, বাজারমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সুযো[গ] প্রদান, রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত শিক্ষার পরিবে[শ,] সেমিস্টার পদ্ধতিতে শ্রেণী কার্যক্রম, ল্যাবরেটরি লাইব্রেরি সিস্টেম সমৃদ্ধকরণ, শিক্ষা ও গবেষণায় বৈচিত্র্য আনয়ন, উচ্চশিক্ষা প্রদানে যোগ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষকদে[র] যোগ্যতা অনুযায়ী বাজারমূল্যে নিয়োগ প্রাপ্তি সুবিধা সৃষ্টি[,] উচ্চপর্যায়ের প্রযুক্তি বিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তি, সুবিধা প্রদান, উ[চ্চ]শিক্ষালাভে বিদেশ গমনেচ্ছু ছাত্রদের দেশেই পড়ালেখা[য়] দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়কর ইত্যাদি। এছাড়াও আধুনিক ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স এব[ং] মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর গ্রাজুয়েট নিয়োগ লাভ এবং তাদের দ্বারা কোম্পানিগুলোকে ক্রমান্বয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত কর[া] অবশ্যই দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি নতুন মাত্রা দান করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয়, সরকারি ও বেসরকারি উভ[য়] প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বি[না] বেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানবসম্পদের সুষম বণ্ট[ন] অনেকটা সুনিশ্চিত হবে। আমরা আশা করি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বি[না] বেতনে পড়ানোর সুযোগটা শুধু অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের ভেতর সীমাব[দ্ধ] রাখবে ও এর সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করবে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের উন্নয়নের গতিধারায় পর্যায়ক্রমে আরো অধিকসংখ্যক অর্ধসচ্ছল মেধা[বী] ছাত্রদের বৃত্তির আওতাভুক্ত করে নেবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি